খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্যোগসমূহের ডাটাবেজঃ

ক্রমিক নং	সংস্কার/উদ্ভাবনী উদ্যেগের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী অফিসের নাম	উদ্যেগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
১	প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম সংগ্রহ **২০১৫-২০১৬**	কলাপাড়া উপজেলা, পটুয়াখালী	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার টিয়াখালী, নীলগঞ্জ, ধানখালী, মহিপুর, চম্পাপুর ও লতাচাপলী ইউনিয়নের ৫১ জন প্রকৃত কৃষকের নিকট থেকে ধান রোপনের সময় প্রকৃত কৃষকের জাতীয় পরিচয়পত্র নং, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাংক একাউন্টসহ ডাটাবেস তৈরি করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও উপজেলা ওয়েব পোর্টালে ডাটাবেস প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা হয়। ডাটাবেসভূক্ত প্রকৃত কৃষক থেকে ধান সংগ্রহ পূর্বক ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হয়। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ঘরে বসে কৃষক নিবন্ধিত হতে পারে, ধান বিক্রয়ের আবেদন করতে পারে, অ্যাপের মাধ্যমে ধানের বিনির্দেশ সম্পর্কে জানতে পারেন, লটারিতে নির্বাচিত হলে মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে কৃষক জানতে পারেন কোন তারিখের মধ্যে কোন গোডাউনে ধান বিক্রয়ের জন্য যেতে হবে। ফলে খাদ্য কর্মকর্তাদের অফিসে যাতায়াত প্রয়োজন নেই। কৃষকের সময় ও খরচ উভয়ই কমেছে। সেবাটি বর্তমানে ই-সার্ভিসের মাধ্যমে কার্যকর আছে।	url: fps.dgfood.gov.bd আমন'২০২২-২৩ মৌসুমে মোট ২৭২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
২	খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা **২০১৬-২০১৭**	ডোমার উপজেলা, নীলফামারী	নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার শতভাগ মিল মালিক ও খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীকে খাদ্যশস্য লাইসেন্স প্রদান সহজীকরণের মাধ্যমে লাইসেন্স এর আওতায় নিয়ে আসার জন্য খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ তালিকা সংগ্রহ করা হয়। লাইসেন্স গ্রহণ করার জন্য ব্যবসায়ীদের পত্র প্রেরণের পাশাপাশি মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা পাঠানো হয়। লাইসেন্স গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও সরকার নির্ধারিত ফিস এর পরিমান, ফিস জমা প্রদানের কোড নম্বর জানিয়ে দেয়া হয়। ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে লাইসেন্স গ্রহণের জন্য সরকারি যে সকল আইন কানুন রয়েছে তা ডিজিটাল ব্যানার ও ফেস্টুনে দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। এছাড়াও লাইসেন্স গ্রহনে উদ্বুদ্ধকরণে মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার প্রচারনার চালানোসহ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের মোবাইল নম্বর সংবলিত বিভিন্ন ধরনের লিফলেট, পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। ব্যবসায়ীরা ফিস সরকারি কোষাগারে (চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায়) জমা দেয়ার পর চালানের কপি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরাবর জমা দিলে জরুরী ভিত্তিতে লাইসেন্স প্রদানের দাপ্তরিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। লাইসেন্স প্রস্তুত হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীর সেলফোনে এসএমএস প্রদান করে জানিয়ে দেয়া হয় আপনার লাইসেন্স প্রস্তুত এবং অফিস চলাকালীন যে কোন সময় লাইসেন্স গ্রহণ করতে পারবেন। লাইসেন্স গ্রহণের নিয়মকানুন সহজ করায় ব্যবসায়ীরা হয়রানি ছাড়াই লাইসেন্স পাওয়ায় তাদের মনে আস্থা ফিরে এসেছে।	Modern Food Storage and Facilities Project এর আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেবাটি বর্তমানে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী মার্চ/২০২২ এর মধ্যে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
৩	এসএমএস এর মাধ্যমে ভোক্তাদের অবহিত করে খাদ্যবান্ধব খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিতরণ কার্যক্রম। **২০১৮-২০১৯**	ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর	ভোক্তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর চাল উত্তোলনের জন্য ডিলারের দোকানে এসে দিনভর লাইনে দাড়িয়ে থাকা বা দিনভর লাইনে দাড়িয়ে থেকে চাল না নিয়ে ফেরত যাওয়া বিষয়টি খুবই কষ্টদায়ক। ভোক্তার সংখ্যা অনুযায়ী গ্রুপ করে চাল ক্রয়ের দিনকে সুনির্দিষ্ট করে দিলে এই কষ্ট লাঘব হবে। যাতে পুরো মাসের কার্যক্রম ০৬(ছয়) দিনে সম্পন্ন করা সম্ভব। বৃহৎ কার্যক্রমকে জোড়দার মনিটরিংয়ের মাধ্যমে স্বল্প ও নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা, স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য এবং হতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সময়, অর্থ ও শ্রম অপচয় লাঘবের লক্ষ্যে এসএমএস এর মাধ্যমে ভোক্তাদের অবহিত করে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর আওতায় চাল বিতরণ সংক্রান্ত	Modern Food Storage and Facilities Project এর আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। url: ffp.dgfood.gov.bd /foodfriendly

ক্রমিক নং	সংস্কার/উদ্ভাবনী উদ্যেগের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী অফিসের নাম	উদ্যেগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
			কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে সেবাটি ৬৪টি উপজেলায় পরবর্তীতে সম্প্রসারণ করা হয়। ভোক্তাদের এসএমএস দিয়ে চাল বিক্রয়ের দিন ও তারিখ নির্ধারণ করে দেওয়ায় ডিলার মাসে ৫-৬দিন দোকান খোলা রাখলেই সমস্ত চাল বিক্রি শেষ হয়ে যায়। ফলে শ্রম ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় হচ্ছে। ফলে দোকানে কোন ঝামেলা ছাড়াই প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমান ভোক্তাকে চাল বিক্রি করতে পারায় ডিলার ও ভোক্তা উভয়ই সন্তুষ্ট। বর্তমানের ভোক্তার অনলাইন ডাটাবেজের কার্যক্রম চলমান আছে।	
৪	নিরাপদ সাইলো **২০১৮-২০১৯**	আশুগঞ্জ সাইলো, ব্রাম্মনবাড়ীয়া	সাইলো অধীক্ষকের/রক্ষণ প্রকৌশলীর নির্দেশনায় টেকনিক্যাল সমস্যার সমাধান করতে হয়, রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় সকল ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যেমন: ওয়েল্ডিং, গ্রাইন্ডিং, শীট কাটিং, অতিরিক্ত উচ্চতায় কর্মসম্পাদনে সেফটি নীতিমালা না থাকায়, বিনা সেফটি ইক্যুপমেন্টে কাজ সম্পন্ন করা হয়। সাইলোতে যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক ত্রুটি সমাধানে সেফটি ইক্যুপমেন্ট ব্যবহার না করার কারনে সাইলোতে দূর্ঘটনার সৃষ্টি হয়। সাইলোতে দূর্ঘটনা নিরোধক ব্যবস্থাপনা ফরমের মাধ্যমে দায়িত্বরত ফোরম্যান/ সুপারভাইজার অথবা দায়িত্বরত ব্যক্তির সেফটি ইকুইপমেন্ট ব্যবহার নিশ্চিতকরণের করে কাজ করতে হবে। এই ফরমটি ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি সমূহ চিহ্নিত হবে, সাইলোতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। সেবাটি আশুগঞ্জ সাইলোতে কার্যকর আছে।	সেফটি ইক্যুইপমেন্ট ব্যবহারের একটি ড্রাফট্ গাইডলাইন সাইলো সুপার, আশুগঞ্জ প্রণয়ন করছেন।
৫	ও এম এস কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন **২০১৮-২০১৯**	মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ	শিশুসহ মহিলা, বৃদ্ধ ও বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার লোকজন চাল ও আটা ক্রয়ের জন্য ওওমওস দোকানের সামনে লাইন ধরে দাড়িয়ে থাকে। কিন্তু ডিলারের সংখ্যা বেশী হবার কারনে রোটেশন করে একেক দিন একেক ডিলার তার নিজ দোকানে চাল ও আটা বিক্রি করেন। ফলে দরিদ্র ভোক্তাগন জানেন না কখন কোন দোকান খোলা থাকবে আর কখন বন্ধ থাকবে। অধিকন্তু ডিলার কর্তৃক হয়রানি হলে, তদারকি কর্মকর্তা দায়িত্বে অবহেলা করলে অভিযোগ করার জন্য ভোক্তারা কাউকে খুজেঁ পান না। প্রথমেই, রোটেশন বাতিল করে প্রতিদিন বিক্রয় কেন্দ্র খোলা রেখে প্রতিদিন ১ টনের স্থলে ৫০০ কেজি বিক্রয় করা এবং একদিনের বরাদ্দ দুই দিনে বিক্রয় করার ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। সাধারন মুদি ব্যাবসায়ীদের মতো ৫ কেজির ব্যাগ দোকানে রেখে দোকান খোলার আগেই প্যাকেট করে রাখতে বলা হয়। ২য়ত, বিক্রয় কেন্দ্রের ব্যানারে অভিযোগ/পরার্মশ প্রদানের জন্য জেখানির নিজের মোবাইল নাম্বার দেয়া হয়। এরপর ছোট ভিজিটিং কার্ড তৈরী করা হয়, যেখানে, সকল ডিলার, তদারকি কর্মকর্তা এবং জেখানির মোবাইল ফোন নম্বর ও ডিলারের দোকানের অবস্থান দেয়া হয়। গলির ভিতর অবস্থিত বিক্রয় কেন্দ্রসমূহের মূল রাস্তায় দিক নির্দেশক চিহ্ন দেয়া হয়। যাতে ভোক্তাগণ সহজেই দোকান চিনে যেতে পারে। শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিনই যে কোন বিক্রয়কেন্দ্র হতে চাল ও আটা নিতে পারেন। যে কোন প্রয়োজনে ডিলার অথবা জেলা খাদ্য অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। তাদের এখন আর লম্বা সময় লাইনে দাড়াতে হয় না। এছাড়া, জনবহুল কর্মক্ষেত্রে কম দামে চাল আটা ক্রয় করতে পারায় তাদের যাতায়াত ভাড়া ও সময় বেচেঁ যায়। বর্তমানে ই-সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে ওএমএস অ্যাপ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	ঢাকা রেশনিং এড়িয়ার ৯টি বিক্রয় কেন্দ্রে এবং কিশোরগঞ্জ জেলার ৩টি বিক্রয় কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। url: 202.191.121.20/devtest/oms-apk/
৬	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর আওতায় ভোক্তাদের খাদ্যশস্য প্রাপ্তি	ব্রাম্মনবাড়ীয়া সদর, ব্রাম্মনবাড়ীয়া	ভোক্তাগণ সঠিকভাবে চাল পাচ্ছে কি'না তা ডিলারদের সামনে বলতে চান না। ভোক্তাগণ অভিযোগ করার জন্য কর্মকর্তাগণের কোন মোবাইল নাম্বার জানা থাকে না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য উপজেলা ও জেলা কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর সম্বলিত ফেস্টুন	Modern Food Storage and Facilities

ক্রমিক নং	সংস্কার/উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী অফিসের নাম	উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
	মনিটরিং **২০১৮-২০১৯**		প্রত্যেক ডিলারের দোকানে টানিয়ে দেয়া হয় যাতে করে ভোক্তাগণ সহজে ও নির্ভয়ে তাদের সমস্যা অফিসকে জানাতে পারেন। উপজেলা অফিসার/অধীনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে সরেজমিন অভিযোগ যাচাই করে সমস্যা সমাধান করা হয়।বাল্ক এসএমএসের মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে চাল বিক্রি শুরুর তারিখ ও সময় জানিয়ে দেয়া হয়। সেবাটি ৬৪টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়। যেকোন সময় মোবাইলে ফোন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট তার সমস্যা/অসুবিধার বিষয়টি জানাতে পারছেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন। মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে বিক্রয়ের তথ্য পাওয়ায় চাল উত্তোলন সহজতর হয়েছে। সেবাটি বর্তমানে ই-সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদানের জন্য খাদ্যবান্ধব ভোক্তার ডাটাবেজ প্রণয়নের কাজ চলছে।	Project এর আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। url: ffp.dgfood.gov.bd /foodfriendly
৭	এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বিতরণকৃত সিল প্রদান। **২০১৯-২০২০**	ব্রাম্মনবাড়ীয়া সদর, ব্রাম্মনবাড়ীয়া	পিএফডিএস খাতে যথা: টিআর, কাবিখা, ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, ইপি-ওপিসহ বিভিন্ন খাতে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত বস্তায় খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। পাটের বস্তা পুন:ব্যবহারযোগ্য বিধায় বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের সরকারি সিলমোহরকৃত খালিবস্তা ধান-চালের ব্যবসায়ী, মিল মালিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত খালিবস্তা চাল/গম বস্তাবন্দিকরণে ব্যবহারের ফলে প্রায়শঃ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এলএসডির শ্রমিকগণ খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা ট্রাক/যানে বোঝাইকালে রাবার স্ট্যাম্প ও কাঠের দ্বারা তৈরি বড় সিলে অমোচনীয় লাল কালি/রং লাগিয়ে প্রত্যেক বস্তার গায়ে 'বিতরণকৃত , বিতরণ খাতের নাম এর সিল প্রদান করা হয়। ফলে কোন খাতে বিতরণ চিহ্নিত হওয়ায় খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ অহেতুক হয়রানি হতে পরিত্রাণ পেয়েছেন। এটি কার্যকরের ফলে ১)খাদ্য গুদামের সরকারি হিসাবভুক্ত খাদ্যশস্য ও বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত বস্তাভর্তি খাদ্যশস্যের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। ২)গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্য পুনরায় গুদামে ফেরত আসার সুযোগ নেই। ৩)আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, খাদ্য বিভাগ ও খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় না। ৪)সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে দেশব্যাপী কার্যকর আছে।	পরিপত্র জারি করা হয়েছে এবং বাজেটে অর্থ সংস্থান রাখা আছে।
৮	খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান। **২০১৯-২০২০**	খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান। **২০১৯-২০২০**	চাল সংগ্রহ মৌসুমের শুরুতে সংগ্রহ কার্যক্রমে ব্যবহার্য পরিমাণ খালি বস্তায় এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুদামে নিয়োজিত শ্রমিকদের দিয়ে 'সংগ্রহ মৌসুম ও এলএসডির নাম' সম্বলিত স্টেনসিল ছাপ প্রদান করেন অতঃপর মিল মালিক খালি বস্তা তার মিলে নিয়ে যান এবং মিলের নাম, ঠিকানা সম্বলিত স্টেনসিল ছাপ প্রদান করে বস্তাভর্তি চাল এলএসডিতে সরবরাহ করেন। এতে টিনের মধ্যে অক্ষর লিখে স্টেনসিল বানানো হয় বিধায় বস্তায় প্রদত্ত স্টেনসিল স্পষ্ট হয়না। স্টেনসিলের রং লেপ্টে যায়/ দীর্ঘস্থায়ী হয়না। এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও মিলারকে একই বস্তায় আলাদাভাবে স্টেনসিল প্রদান করতে হয় অর্থাৎ একই প্রকৃতির কাজ দুইবার করা হয়, ফলে সময় বেশি লাগে। কাঠের ফ্রেমে কম্পিউটারে তৈরি স্ক্রিন প্রিন্ট পেপারে মিলের নাম, ঠিকানা, সংগ্রহ মৌসুম, এলএসডির নাম, জেলা, উৎপাদনের সময় লিখে ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করা হয় এবং মিলারকে সম্পূর্ণ স্টেনসিল সংগ্রহের বস্তায় ছাপ প্রদানের জন্য বলা হয়। ফলে এলএসডির অধিক শ্রমিক নিয়োগ করতে হয় না। এটি কার্যকরের ফলে স্টেনসিলের রং	পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	সংস্কার/উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী অফিসের নাম	উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
			দীর্ঘস্থায়ী হয়। বস্তার স্টেনসিল দেখে সহজেই চাল সরবরাহকারী মিলার, এলএসডির নাম, সংগ্রহ মৌসুম, উৎপাদনের সময় সনাক্ত করা যায়। সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। দেশব্যাপী কার্যকর আছে।	
৯	চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয় ব্যবস্থাপনা	ফরিদপুর, শেরপুর ও জামালপুর জেলা	চালকলের লাইসেন্সের জন্য চালকল মালিকগণ আবেদন করেন। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ চালকল পরিদর্শণ করেন। চালকলের অবস্থান, চালকলের সাধারন তথ্য, বিদ্যুৎ সংযোগ, বয়লারের তথ্য, চিমনীর তথ্য, চাতালের তথ্য, স্টীপিং হাউসের তথ্য, মিলের গুদামের তথ্য, রাবার শেলার ও রাবার পলিশার আছে কিনা? প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে মিলের প্রকৃত পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য সংগ্রহ নীতিমালা'২০১৭ এর আলোকে নির্ণয় করার ব্যবস্থা আছে। সেই মতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কমিটি চালকল পরিদর্শণ করে একটি প্রতিবেদন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করেন এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক চালকলের লাইসেন্স ইস্যু করেন। মিলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়ের পদ্ধতি থাকলেও সকল ক্ষেত্রেই ম্যানুয়ালী চালকলের পাক্ষিক ক্ষমতা নির্ণয় করা হয় বলে কারণিক ভুলের সুযোগ থেকে যায়। সে জন্য স্বয়ংক্রিয় চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য অনলাইন সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়। চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় হচ্ছে। ফলে চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা ম্যানুয়ালী নির্ধারণের অসামঞ্জস্যতা বা ভুল হওয়ার অবকাশ নেই। বর্তমানে ৬৯টি উপজেলায় কার্যকর রয়েছে।	আমন'২০২২-২৩ মৌসুমে মোট ৬৯টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। url: miller.dgfood.gov.bd
১০	Digitization of Analog Truck Scale	বাঘাবাড়ি এলএসডি, সিরাজগঞ্জ	এনালগ ট্রাকস্কেলে ওজন নির্ণয় একটি পুরাতন পদ্ধতি। এতে যান্ত্রিক ক্রুটি থাকার দরুন ওজনের সঠিকতা বজায় থাকে না। ফলে ব্যবহারকারী ওজন পরিমাপে সমস্যার সম্মুখীন হয়। এনালগ ট্রাকস্কেলে একটি ট্রাক ওজন করতে ১০-১৫ মিনিট সময় প্রয়োজন। কোন যন্ত্রাংশ ক্ষতিগ্রস্থ হলে পুনরায় স্থাপন করা সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। এতে তুলনামুলক বেশি যান্ত্রিক ত্রুটি বিদ্যমান। ডিজিটাল পদ্ধতিতে বোঝাইকৃত ট্রাকের ওজন নির্ণয় ও এনালগ ট্রাকস্কেলকে ডিজিটাল ট্রাকস্কেলে রূপান্তর করা হয়। দ্রুত ট্রাকের ওজন করা যায়। প্রিন্টারের মাধ্যমে ওজনের তথ্যাদি প্রিন্ট করা যায়। এটি কার্যকর আছে।	সরকারের অর্থ সাশ্রয়ের জন্য পউকা বিভাগ কে এ ধরনের ট্রাক স্কেল অনুসন্ধান করে রেপ্লিকেশন করার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।
১১	এলএসডি/সিএসডির খামাল ব্যবস্থাপনা মনিটরিং	ব্রাম্মনবাড়ীয়া সদর এলএসডি	গুদামের খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মনিটরিংয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রতি মাসে অধীনস্থ সকল এলএসডি পরিদর্শন করার নির্দেশনা রয়েছে। বাস্তবে গুদামে প্রবেশ না করে এলএসডির কোন খামালে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ আছে তা জানার সুযোগ নেই। একটি গুদামের কোন খামালে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রবেশ করছে/বের হচ্ছে বাস্তবে গুদামে না গিয়ে যাচাই করা যায়না। খামাল কার্ডসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি সংশ্লিষ্ট এলএসডি/ সিএসডিতে সংরক্ষণ হওয়ায় গুদামে অস্বাভাবিক ট্রানজেকশন হলে মনিটরিং কর্মকর্তার তা তাৎক্ষণিক চিহ্নিত করার সুযোগ থাকেনা। সমস্যাসমূহ দূরীকরণে "খামাল ব্যবস্থাপনা মনিটরিং সিস্টেম' নামে একটি সফট্ওয়্যার তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে গুদামের খাদ্যশস্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মনিটরিংয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (উপজেলা/জেলা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক) অনলাইনে মনিটরিং করার সুবিধা বিদ্যমান থাকায় যেকোন সময়	Modern Food Storage and Facilities Project এর আওতায় প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারের সাথে সংযুক্ত করা হবে। url: khamal.dgfood.gov.bd

ক্রমিক নং	সংস্কার/উদ্ভাবনী উদ্যেগের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী অফিসের নাম	উদ্যেগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
			যে কোন গুদাম ও খামালের অবস্থা জানা যায়। ফলে মনিটরিং সহজতর হয়েছে।	
১২	সরকারি গুদামে বিক্রিত ধানের মূল্য পরিশোধ সেবা সহজিকরণ	কিশোরগঞ্জ, দিনাজপুর	খাদ্য বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত রাষ্ট্রয়াত্ত শুধুমাত্র সোনালী, অগ্রণী, জনতা, পুবালী ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক হতে কৃষককে মুল্য পরিশোধ করা হয়। রাষ্ট্রয়াত্ব নির্দিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা থাকায় কৃষকের সুবিধামত নিজস্ব একাউন্টে ব্যাংকিং করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে কৃষককে নতুন একাউন্ট খুলতে হয়। ব্যাংক দূরবর্তী হওয়ায় যাতায়াতে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয় এবং বর্তমান নির্ধারিত ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষকদের ধানের মূল্য পরিশোধে অনেক ক্ষেত্রে ২-৩ দিন সময় লাগে। নতুন একাউন্ট খোলার ঝামেলা এবং নির্দিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে বিল পরিশোধে কৃষকগণ খাদ্য গুদামে ধান/গম বিক্রয়ে নিরুৎসাহিত হন। খাদ্য বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত রাষ্ট্রায়াত্ব তফশীলি ব্যাংক হতে নির্দিষ্ট কৃষকের নিকট WQSC এর মাধ্যমে প্রদানকৃত বিল যেকোন রুরাল ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কৃষকের নিজস্ব একাউন্টে EFT এর মাধ্যমে ধানের মূল্য কৃষকের দোরগোড়ার ব্যাংক হতে পরিশোধ করা। ফলে কৃষককে নতুন ব্যাংক একাউন্ট খুলার প্রয়োজন হয় না এবং নিজ ব্যাংকে হিসাবে মূল্য পরিশোধ হওয়ায় কৃষক উপকৃত হচ্ছে।	খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত। Modern Food Storage and Facilities Project এর আওতায় প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারে প্রভিশন রাখা হবে।
১৩	স্টিল স্ট্রাকচার ম্যাকানিক্যাল ট্রাক স্কেল আধুনিকায়ন	সিংহজানী এলএসডি, জামালপুর	সিংহজানী এলএসডি একটি এসএমও সেন্টার। সংগ্রহপ্রবণ এবং অধিক বিতরণপূর্ণ এলএসডি হওয়াতে এখানে ডেসপাসসহ বাৎসরিক প্রায় ৫০ হাজার মে.টন খাদ্যশস্য এবং ৫-৬ লক্ষ পিস বস্তার ট্রাঞ্জেকসান হয়ে থাকে। একমাত্র স্টিল স্ট্রাকচার মেকানিক্যাল এনালগ ট্রাক স্টেলটি অচল থাকাতে অপেক্ষাকৃত খুবই কম ক্ষমতাসম্পন্ন ছোট ডিজিটাল ওয়েট স্কেলে পণ্যের ওজন মাপা হচ্ছে, যা মোট কাজের তুলনায় অপ্রতুল এবং কষ্টসাধ্য। স্কেলটিকে যুগোপযুগীভাবে সচল করা গেলে ভুক্তভোগী সকলেই উপকারভোগী হবেন এবং খাদ্য বিভাগীয় সংরক্ষণ ও চলাচল কার্যক্রমে কাংখিত গতি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যাবে। বিদ্যমান স্কেলে একটি নতুন কনক্রিট প্লাটফরম এবং একটি RCC Based Reinforcement Ramp স্থাপন করতে হবে। বিদ্যমান মেকানিক্যাল স্কেলটি কিছুটা মেরামত করে এর মাঝে ডিজিটাল ফাংশন সংযুক্ত করা এবং ডিজিটাল এবং এনালগ উভয় পদ্ধতিতেই চালু রাখা। ফলে দুত ও নির্ভুল ওজন পরিমাপ করা যায় বিধায় স্বল্প সময়ে ট্রাকগুলোর ওজন করা যাচ্ছে এবং সময় ক্ষেপন কম হচ্ছে। মেকানিক্যাল এবং ডিজিটাল উভয় পদ্ধতিতে পরিমাপ করার সুবিধা থাকায় বিদ্যুত চলে গেলেও ওজন পরিমাপে কোন সমস্যা হচ্ছে না। স্বচ্ছতা ও কাজের গতি একই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে।	এ ধরনের ট্রাক স্কেল অনুসন্ধান করে রেপ্লিকেশন করার উদ্যেগ নেয়া হয়েছে।
১৪	Customized truck loader & unloader স্থাপনের মাধ্যমে এলএসডি ও সিএসডি সমূহে খামাল গঠনে	তেজগাঁ সিএসডি, ঢাকা	খাদ্যশস্য যানবাহনের মাধ্যমে বস্তাবন্দি অবস্থায় নির্দিষ্ট এলএসডি অথবা সিএসডি'তে আসলে খালাস করা হয় এবং এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্য শস্য যানবাহনের মাধ্যমে পরিবহনের জন্য বোঝাই করা হয়। এক্ষেত্রে লেবার হ্যান্ডেলিং ঠিকাদারের নিয়োজিত শ্রমিকদের মাধ্যমে যানবাহন হতে খাদ্যশস্য বোঝাই/খালাস এবং খামাল গঠন করা হয়, যা সময়সাপেক্ষ, অধিক শ্রমনির্ভর এবং ব্যয়বহুল।	তেজগাঁ সিএসডির ৩নং গোডাউনে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা হরা হয়। পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার সময়

ক্রমিক নং	সংস্কার/উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী অফিসের নাম	উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
	সার্বিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক নির্ভরতা হ্রাসকরণ।		প্রচলিত নিয়মে খাদ্য গুদাম সমূহে শ্রমিকদের মাধ্যমে ট্রাক হতে বস্তাবন্দি গম নামিয়ে খামাল গঠন করা হয়ে থাকে। নতুন আইডিয়ার মাধ্যমে ৩টি কনভেয়র বেল্টের সমন্বয়ে কনভেয়িং সিস্টেম চালুর মাধ্যমে গম পরিবহণ করা হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের উপর নির্ভরতা কমবে এবং সহজে কম সময়ে খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তাসমূহ খামাল এবং খামাল গঠন সম্ভবপর হবে। এখনও পরীক্ষাধীন আছে।	অধিক কার্যকর করার জন্য যন্ত্রটি সংস্কার করার বিষয়ে মতামত পাওয়া যায়। তার আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।